সংবাদ

19 MAR 2008

টাঙ্গাইলে প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ার হার বাড়ছে

জেলা বার্তা পরিবেশক, টাঙ্গাইল

জেলার ১২ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ঝরে পড়া (ড্রপ আউট) ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বাড়ায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি। অবশ্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতর থেকে দাবি করা হয়েছে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শতকরা ১৮.৬৯ ভাগ।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গেছে, ১৫০২ সালের জানুয়ারিতে জেলার ৯৩৭টি সরকারি, ৪০৮টি রেজিস্টার্ড এবং ১২২টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে সর্বমোট ৯৫ হাজার ২১৬ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। এর মধ্যে ৪৬ হাজার ৪১৮ জন বালিকা এবং ৪৮ হাজার ৭৯৮ জন বালক। প্রথম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার আগেই শুরু হয় ঝরে পড়া। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতেও ঝরে পড়ে অনেক শিক্ষার্থী। শেষ নাগাদ পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ নেয় ৪১ হাজার ৬৩২ জন শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে ২০ হাজার ৩১৯ জন বালিকা এবং ২১ হাজার ৩১৩ জন বালক। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় কমে যায় ৫৩ হাজার ৫৮৪ জন। এর মধ্যে ছাত্রী কমে ২৬ হাজার ৯৯ জন এবং ছাত্র কমে ২৭ হাজার ৪৮৫ জন। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকসহ বিভিন্ন স্তরের জনগণ জানান, দরিদ্রতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক শিক্ষার ওপর ততটা গুরুত্ব না দেয়া, বিদ্যালয়ের দূরাবস্থা, উপবৃত্তি প্রদানে বৈষম্য ও দুর্নীতি, এক শ্রেণীর শিক্ষকের শিক্ষাদানে অবহেলা, পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব, অধিকাংশ প্রাথমিক শিক্ষককে ভোটার তালিকা তৈরি এবং নির্বাচনী কার্যক্রমসহ নানা কাজে ব্যস্ত রাখা শিক্ষকদের কম বেতন এবং আর্থিক সুবিধা দেয়া ইত্যাদি নানা কারণে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়া এবং অনেক হতদরিদ্র ছাত্রছাত্রী উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝরে পড়ার হার বাড়ছে। তারা বলেছেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা দূর করে যাতে হতদরিদ্র শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় থেকে ঝরে না পড়ে সে ব্যাপারে সরকারকে বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে জেলা প্রাথমিক কর্মকর্তা মো. মোদাচ্ছের হোসেন 'সংবাদ'কে জানান, আসলে ৫০ ভাগের বেশি শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে এ তথ্য সঠিক নয়।

২০০২ সালে যে শিক্ষার্থীরা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় তাদের মধ্যে ৪১ হাজার ৬৩২ জন ২০০৬ সালে পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ নেয়। যারা পরীক্ষায় অংশ নেয়নি তাদের সবাই ঝরে পড়া নয়। কারণ ১১ হাজার ৮১৬ জন শিক্ষার্থী ১০ উপজেলার অভ্যন্তরে এবং ২ হাজার ৮৯২ জন অন্য উপজেলায় বদলি হয়। এ ছাড়া ৩ হাজার ২৫০ জন পঞ্চম শ্রেণীতেই এবং ১৯ হাজার ৫২৮ জন নিম্ন শ্রেণীতে থেকে যায়। তার মতে ঝরে পড়ার হার মাত্র ১৮.৬৯ ভাগ। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার আরও কমানোর জন্য পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।